MAY 18 1999

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

রেজিঃ নং ডিএ ৭৯৬ ॥ বর্ষ ৮ সংখ্যা ১৫৭ ॥ ঢাকা : মঙ্গলবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বাংলা ॥ ২ সফর ১৪২০ হিজরী ॥ ১৮ মে ১৯৯৯ ইংরেজী ॥ পৃষ্ঠা ১৬ ॥ মূল্য ৬ টাকা

একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একাধিকবার এমপিওভুক্ত, যোগ্য অনেকেই বাদ ॥ মন্ত্রণালয়ে ধরনা

সুনীল ব্যানার্জী

একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একাধিকবার মান্তলি পে-অর্ডারভুক্ত (এমপিওভুক্ত) করা হয়েছে। অথচ প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি। এমনকি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দেয়া শর্তাবলী অনুযায়ী তেমন কোন যোগ্যতা নেই, এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদ্য প্রকাশিত এমপিওভুক্ত তালিকা সম্পর্কে। প্রায় প্রতিদিন বহু শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকর্তাকে এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। পর পর কয়েক দিন মন্ত্রণালয়ে গেলে অভিযোগকারীদের প্রচণ্ড ভিড় দেখলে এ খবরের সত্যতা পাওয়া যাবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির শতকরা ৮০ ভাগ সরকার থেকে দেয়ার জন্য এমপিওভুক্ত করা হয়। এই এমপিওভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়। এবারের শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে তুলনামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পুরনো, রেজাল্ট ভাল স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রভৃতি। এসব শর্তাবলী মানার যোগ্যতা যেসব প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এমপিওভুক্ত করার জন্য আবেদন করতে পারে। এজন্য নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে আবেদন করতে বলা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ১০ হাজার আবেদন জমা হয়। এরমধ্য থেকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার আবেদনপত্র বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত আবেদনের মধ্য থেকে ১৪৮৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এর অধিকাংশই হাই স্কুল। বাকিগুলো কলেজ। এমপিওভুক্ত এ তালিকা সংশ্লিষ্ট এলাকা জেলা শিক্ষা অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এমপিওভুক্ত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেখে অনেক এলাকায় শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কেননা অধিকাংশ এলাকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই, অথচ এমপিওভুক্ত হয়েছে। আবার কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২/৩ বছর যাবত এমপিওভুক্ত হয়ে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, সেসব প্রতিষ্ঠানও এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সত্যিকারভাবে যেসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার দরকার, এমন অনেক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়নি। ফলে এসব হতভাগ্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রায় প্রতিদিন হতাশ হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ধরনা দিতে দেখা যাচ্ছে। কুমিল্লার দেবীদ্বার

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(৮-এর পাতার পর)

থানার এলাহাবাদ মহাবিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা অভিযোগ করেন যে, তাঁর মহাবিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এমপিওভুক্ত করা হয়নি। অথচ প্রায় একই এলাকার শালঘর আদর্শ কলেজ ও মোহনপুর পাবলিক কলেজ ১৯৯৬-৯৭ সালে এমপিওভুক্ত করা হলেও নতুন এমপিও তালিকায় উক্ত কলেজ দুটোর নাম রয়েছে। টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য অভিযোগ করেন যে, তাঁর এলাকায় ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করার জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু উক্ত এলাকায় এমন কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে–যা অগ্রাধিকার তালিকার বাইরে। শিক্ষামন্ত্রী যে এলাকা থেকে নির্বাচিত, সেই এলাকাসহ অনেক এলাকা থেকেও প্রায় একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এসব অভিযোগ সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধতন কর্মকর্তা জানান, এমপিওভুক্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবকে চেয়ারম্যান করে ৬ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ কমিটি অনেক বাছাইয়ের পর এমপিওভুক্তির তালিকা তৈরি করেছে। প্রকাশিত তালিকা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেসব অভিযোগ যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা হবে। এজন্য সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।